বাংলাদেশের ট্রেনিং সেণ্টার

জাকারিয়া স্বপন

আমরা গত দুটি সংখ্যায় ঢাকার কিছু কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারের পরিচিতি প্রকাশ করেছি। ঢাকার বাইরেও মান সম্পন্ন কিছু ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সংখ্যায় তাদের কিছু পরিচিতি ছাপা হলো। এজন্য আমাদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছে। আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

ভাই বোন কমপিউটার, বগুড়া

কেবলমাত্র দেশ ও জাতিকে সেবার ব্রত নিয়ে বগুড়া শহরে "ভাইবোন কমপিউটার" প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে গত বছরের মে মাস থেকে। সরু গলির ভেতর ছোট্ট একটা বাসার নীচ তলায় কমপিউটার প্রশিক্ষণ ও স্বাক্ষরতা প্রসারের লক্ষ্যে ডঃ এম, আর, তালুকদারের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি একটিমাত্র পিসি নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর বর্তমান পরিচালিকা হিসেবে নিবেদিত আছেন মিসেস মমতাজ বেগম। বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ইলেক্ট্রিক্যালে ডিপ্লোমাধারী এই অধ্যাবসায়ী মহিলা কমপিউটার জগৎকে জানান ঢাকার মতিঝিলের ডাটেক কমপিউটারস্ এবং ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার মামুন-আল রশিদ তাঁকে সর্বোতভাবে সহায়তা করছেন। তবে হার্ডওয়্যারের ছোট ছোট সমস্যা সাধারণতঃ উনি নিজে নিজেই সারিয়ে নেন। বগুড়ার দু'জন সাংবাদিক প্রধানতঃ ডিটিপি'র প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঢাকা থেকে এনে বিক্রী করেন। মিসেস মমতাজ বেগম মাঝে মধ্যে তাদের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে ফ্লপি ডিস্ক কিনে থাকেন।

বর্তমানে এখানে ওয়ার্ডস্টার, লোটাস ১-২-৩, ডিবেজ থ্রিপ্লাস এবং ওয়ার্ড পারফেক্ট কোর্সে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট তেমন কোন সিলেবাস অনুসরণ করা হয় না। শীঘ্রই উনি হার্ভার্ড গ্রাফিক্স এবং এসপি এস এস -এর উপরও কোর্স অফার করবেন বলে জানান। তিনি আরো জানান-এখানে আগত- কিছু কিছু ছাত্র খুবই ভাল এবং শেখার তাদের দারুন আগ্রহ। ছাত্র সংখ্যা আগে খুব বেশি ছিল। কিন্তু ইদানীং কমে গেছে। কারণ কমপিউটারের প্রয়োগ এখানে বাড়ছে না। বগুড়ায় কমপিউটারের সংখ্যা খুব কম তবু তিনি আশা করে আছেন এদেশের নীতি নির্ধারকগণ হয়তো একদিন এর গুরুত্ব বুঝে এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে দেশে কমপিউটারায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্বরান্বিত করবেন।

ব্যবসা নয় সেবার মনোভাব নিয়ে সব সময় কাজ চালিয়ে যাবেন বলে মিসেস মমতাজ বেগম কমপিউটার জগৎ -এর প্রতিনিধিকে জানান। আমরা এদেশে কমপিউটার শিক্ষা প্রসারে তার সুন্দর ও নিবেদিত ভূমিকাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।

চার্টার্ড কমপিউটার, রাজশাহী

বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে সাধারণ মানুষসহ ছাত্রছাত্রীদেরকে কমপিউটারে শিক্ষিত করে তোলার মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে ১৯৮৮ সনে জুন মাসে চার্টার্ড কমপিউটার কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। ৩ জন উচুমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকসহ এখানে এখন ৩টি পিসি রয়েছে। পিসির সংখ্যা শীঘ্রই আরও দুটি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জনাব এস, ই, এম, ওবায়দুল্লাহ্ ছোট বেলা থেকে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী। ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীমের অনুপ্রেরণায় তিনি অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাবের সাথে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। মূলতঃ কমপিউটারে প্রশিক্ষণ দেয়া এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে কমপিউটার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দেয়ার জন্য ইতিমধ্যে ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সনে দুটি পৃথক পৃথক সেমিনার ও কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়- ঢাকার কমপিউটার সলিউসন লিঃ ও সাইপ্রোকো কমপিউটার্স লিঃ এর সংগে যৌথ উদ্যোগে। এতে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দেবনাথ, প্রকৌশলী মোঃ রোকনুজ্জামান, জনাব আঃ মান্নান খন্দকার এবং রাজশাহী মুমু কমপিউটারের স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ কামরুল হাসান। এ প্রসঙ্গে ঢাকার সি এস এল -এর জনাব মঈন খানও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরো জনপ্রিয় করে তোলার জন্য মাঝে মধ্যেই আয়োজন করা হয় কমপিউটার বিষয়ক ভিডিও এবং ফিল্ম শো-র।

প্রতিষ্ঠানটি শহরের প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজারে ভুবন মোহন পার্কের পাশে অবস্থিত। চার্টার্ড কমপিউটারের পরিচালক জনাব ওবায়দুল্লাহ জানান যে, ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান থেকে এক হাজারের মত ছাত্র/ছাত্রী কমপিউটারের উপর বিভিন্ন কোর্স সমাপ্ত করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এ ব্যাপারে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করছেন।

এখানে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম যেমন, ওয়ার্ডস্টার, লোটাস ১-২-৩, ওয়ার্ড পারফেক্ট, ডিবেজ, ইত্যাদি, প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ যেমন, বেসিক, প্যাসকেল, সি ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম শিখানো হয়। প্রতি ব্যাচে ৬ থেকে ১২ জন শিক্ষার্থী থাকে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই পর্যাপ্ত সময় ধরে প্রাকটিস করার সুযোগ পান। পুরানো শিক্ষার্থীদেরও এখানে প্রাকটিস করার সুযোগ দেয়া হয়।

জনাব ওবায়দুল্লাহ কমপিউটার শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করার জন্য কমপিউটার জগৎ প্রস্তাবিত একটি গ্লোবাল টেষ্ট-এর ব্যবস্থা করার পক্ষে মতামত দেন। তার মতে এখানকার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল হার্ডওয়্যারের কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সারানো খুব কষ্টকর।

প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বিএডিসি, রেলওয়ে এবং পোষ্টাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে কনসালটেন্সী, সফটওয়্যার ডেভেলাপমেন্টসহ হার্ডওয়্যার সার্ভিসিং এর কাজ করে রাজশাহীর কমপিউটার রাজ্যে একটি উজ্জল নক্ষত্র হিসাবে বিরাজ করছে।

কমপিউটার টাচ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

ঢাকার বাইরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অবস্থিত "কমপিউটার টাচ" ট্রেনিং সেন্টার একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষের কাছে কমপিউটারকে জনপ্রিয় করে তুলতে এ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলতঃ শিক্ষিত বেকারদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে।

মফস্বল শহরের হাজারো প্রতিবন্ধকতার মাঝেও কমপিউটার টাচ নিজেদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর ব্যাপারে সচেতন। এরা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি করে কমপিউটার দিয়ে থাকে এবং পুরো ক্লাসের ৯৫ ভাগ সময় কমপিউটার ব্যবহার করতে দিয়ে থাকে। এছাড়াও প্রতিটি কোর্সের লেকচার শীট সরবরাহ করে থাকে কমপিউটার টাচ। ওয়ার্ডস্টার, ওয়ার্ডপারফ্যাক্ট, লোটাস, ডিবেজ ছাড়াও এখানে রয়েছে ডিবেজ প্রোগ্রামিং, বেসিক ও সি শেখার সুযোগ। এদের কোর্সগুলো ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের হয়ে থাকে।

কমপিউটারকে মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে কমপিউটার টাচ প্রায়শঃই "কমপিউটার ওয়ার্কশপ", রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, কমপিউটার গেম এবং সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কমপিউটার টাচ-এর খবর ও বিজ্ঞাপন লক্ষণীয়।

কমপিউটার টাচের পরিচালক এস, এম, আজম দেশে কমপিউটারায়নের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরীতে যুক্তিযুক্ত মতামত রেখেছেন। দেশে কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে কমপিউটার স্থাপন ছাড়াও দেশের পাবলিক লাইব্রেরীতে কমপিউটার বিষয়ক বই ও পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশনে কমপিউটার বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচলনের কথা উল্লেখ করেন। ট্রেনিং এর সার্বিক মান নিয়ন্ত্রণের জন্যে মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রস্তাবিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা কমপিউটার কাউন্সিলের অধীনে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী "মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা"- এর তীব্র সমর্থন প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, বিগত দিনগুলোতে "মাসিক কমপিউটার জগৎ" দেশে ট্রেনিং-এর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষার প্রস্তাব করে আসছে।

মি, আজম আরো বলেন— কমপিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে বৎসরে অন্ততঃ ২/৩ বার দেশের সকল কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোর পরিচালক ও প্রশিক্ষকদের নিয়ে সেমিনার ও ট্রেনিং এর আয়োজন করা যেতে পারে।

কমপিউটার টাচের অফিস— টি, এ রোড, মাওলা ভবন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। উক্ত অঞ্চলের যেকোন মানুষ কমপিউটারের যেকোন ব্যাপারে এদের পরামর্শ নিতে পারেন। বাংলাদেশে কমপিউটারের যতটুকু প্রসার, তার বেশীর ভাগ কৃতিত্বই ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরণের উদ্যোগ জেগে উঠুক, এ প্রত্যাশাই থাকলো।